গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০৩.২০-৪০৫

তারিখঃ ১২ পৌষ ১৪২৮
২৭ ডিসেম্বর ২০২১

বিষয়ঃ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ১৩ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব-স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ই-মেইলে (dstraco@rthd.gov.bd) আগামী ০৫/০১/২০২২ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

২৭/১২/২০২১

(নীলিমা আফরোজ)
উপসচিব
☎২২৩৩৮০৯৬৬
E-mail: dstraco@rthd.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক বনানী, ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
৯. যুগ্মসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, টেকনিক্যাল সার্ভিস/মেকানিক্যাল/ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. উপসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, সওজ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়/ঢাকা/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন
১৩. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৫. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৬. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্রশাসন ও সংস্থাপন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৭. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৮. সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সহকারী সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৯. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

অনুলিপি: (সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)

সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

নভেম্বর ২০২১ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মো: নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ১৩ ডিসেম্বর ২০২১
সময় : সকাল: ১০.০০ মিনিট
স্থান : অনলাইন (জুম অ্যাপস্)
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট - ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে অনলাইনে (জুম অ্যাপস্) সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	**বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা** ১৫ নভেম্বর'২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।	বিগত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হল।	উপসচিব (সমন্বয়) ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা
২.	**অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:** **নভেম্বর'২১ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি**		

দপ্তর/সংস্থার নাম	অক্টোবর'২১ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	নভেম্বর'২১ মাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				বিবেচ্যমাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা
				চাকরিচ্যুতি /বরখাস্ত	দণ্ড	অব্যাহতি	মোট	
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৯	০১	১০	০১	০১	০০	০২	০৮
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	০২	০০	০২	-	০০	০০	০০	০২
বিআরটিএ	১০	০০	১০	-	০০	০১	০১	০৯
বিআরটিসি	২৭	১২	৩৯	-	০৪	০৪	০৮	৩১
ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট	৪৮	১৩	৬১	০১	০৫	০৫	১১	৫০

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ: সহকারী সচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা) জানান, নভেম্বর'২১ পর্যন্ত চলমান ১০টি মামলার মধ্যে ২টি মামলায় দন্ড দেয়া হয়েছে। ২টি মামলায় ২য় কারণ দর্শানোর জবাব উপস্থাপন করা হয়েছে। ২টি মামলায় শুনানি হয়েছে নথি পর্যালোচনায় আছে। ২টি মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী জোনাল অফিস থেকে তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক নথিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। ১টি মামলায় ২৩/১১/২০২১ তারিখে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে এবং ১টি মামলায় অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়েছে।	চলমান বিভাগীয় মামলার নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তা
সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সওজ অধিদপ্তরের বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ২টি। মামলা ২টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	বিধিবিধান অনুসরণ করে মামলার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
বিআরটিএ: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিবেচ্য মাসে ১টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। বর্তমানে অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ০৯টি। ০৯টি মামলার মধ্যে ০২টি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে। আদালতে ২টি ও দুদকে ৫টি মামলা চলমান থাকায় বিভাগীয় মামলার আদেশ/সিদ্ধান্ত অপেক্ষমান রয়েছে।	বিধিবিধান অনুযায়ী মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং নিষ্পত্তিকৃত মামলার সিদ্ধান্ত যথাসময়ে বাস্তবায়ন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, অক্টোবর'২১ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ছিল ২৭টি। নভেম্বর'২১ মাসে ১২টি মামলা রুজু এবং ৮টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৩১টি। মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে যথাযথ পক্রিয়া অবলম্বন করা হচ্ছে।	মামলার নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
৩.	**আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা** **নভেম্বর'২১ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:**		

দপ্তর/সংস্থার নাম	অক্টোবর'২১ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	নভেম্বর'২১ মাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	মামলার ফলাফল		মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা
					সংস্থার পক্ষে	বিপক্ষে	
সওজ অধিদপ্তর	৩৮২৪	১৬	৩৮৪০	০৪	০৪	০০	৩৮৩৬
বিআরটিএ	২৭০	০৫	২৭৫	০০	০০	০০	২৭৫
বিআরটিসি	৯৫	০১	৯৬	০০	০০	০০	৯৬
ডিটিসিএ	০৪	০০	০৪	০০	০০	০০	০৪
মোট	৪১৯৩	২২	৪২১৫	০৪	০৪	০০	৪২১১

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	উপসচিব (আইন) জানান, (ক) বর্তমানে ১০২টি কনটেম্পট মামলা অনিষ্পন্ন রয়েছে। উল্লিখিত তথ্যাদি সঠিক কি-না তা যাচাইয়ের জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের পূর্ণাঙ্গ মতামত গ্রহণ করা হবে। এ বিভাগের নিয়োজিত আইনজীবীর মাধ্যমে উচ্চ আদালতে চলমান কনটেম্পট মামলার সার্বিক অবস্থা জানার জন্য সভাপতি উপসচিব (আইন)-কে পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া, দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও আইনজীবীদের নিয়ে নিবিড়ভাবে আলোচনা/পর্যালোচনা করে মামলার সঠিক সংখ্যা নির্ধারণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (খ) শাখার তথ্য অনুযায়ী প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে মামলা সংক্রান্ত ৪৮টি মামলার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। মামলাগুলোর হালনাগাদ তথ্যের জন্য তালিকাটি আইনজীবী জনাব আব্দুল আজিজ মিন্টুর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। এখনও হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যায়নি। আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) এ বিভাগের নিয়োজিত আইনজীবীর মাধ্যমে উচ্চ আদালতে চলমান কনটেম্পট মামলার সার্বিক অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও আইনজীবীদের নিয়ে নিবিড়ভাবে আলোচনা/পর্যালোচনা করে মামলার সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে। (খ) আইনজীবীর নিকট হতে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে মামলার হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল) সওজ/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
	সওজ অধিদপ্তর: (ক) প্রধান প্রকৌশলী জানান, ইদানিং উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের বকেয়া সংক্রান্ত দাবী ও মামলা পাওয়া যাচ্ছে। প্যানেল আইনজীবী ও সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি সভা করা হয়েছে। সভায় প্রতিটি সড়ক বিভাগের ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের কাজের বকেয়া সংক্রান্ত দাবী ও মামলার তথ্য প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সভাপতি জানান, রক্ষণাবেক্ষণ খাতের বকেয়া সংক্রান্ত দাবী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থাপন ও পরিশোধের বিষয়টি ইতোপূর্বেই সম্পন্ন করা হয়েছে। বকেয়া রেখে উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত করার সুযোগ নেই। কি কারণে বকেয়া রেখে প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে নিয়মকানুনের ব্যত্যয় করা হয়েছে কিনা, কোনো প্রমানাদি আছে কিনা সে বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। ইচ্ছে করে এ ধরণের কাজ করে থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আইনের আওতায় আনা প্রয়োজন মর্মে সভাপতি অবহিত করেন। মনিটরিং টীম প্রধানদের পরিদর্শনের সময় সড়ক বিভাগের বকেয়া সংক্রান্ত দাবী ও মামলার বিষয় পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদনে উল্লেখ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) (১) বকেয়া রেখে উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত করার কারণ ও এ ক্ষেত্রে নিয়মকানুনের ব্যত্যয় করা হয়েছে কিনা সে বিষয়গুলো খতিয়ে দেখে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে। (ক) (২) মনিটরিং টীম প্রধানগণ পরিদর্শনের সময় সড়ক বিভাগের বকেয়া সংক্রান্ত দাবী ও মামলার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদনে উল্লেখ করবেন।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সকল জোন)/ উপসচিব (আইন)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল সার্কেল)/ এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল সড়ক বিভাগ)/ মনিটরিং টীম প্রধান (সকল)
	(খ) উপসচিব (আইন) জানান, মোটরযানের ওভার লোডের ফলে বেইলী ব্রীজের ক্ষতিসাধন ও ভেঙ্গে যাওয়ার ঘটনায় সৃষ্ট ২৮টি মামলার মধ্যে ২৭টি মামলার আর্জি সংগ্রহ করা হয়েছে। পর্যালোচনা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সভাপতি অতিরিক্ত সচিবকে ২/১টি মামলার আর্জি পর্যালোচনা করে দেখার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।	(খ) সওজ হতে প্রাপ্ত মামলার আর্জিসমূহ পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (আইন)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, অক্টোবর'২১ পর্যন্ত পেন্ডিং মামলার সংখ্যা ছিল ২৭০টি। নভেম্বর'২১ মাসে ৫টি মামলা রুজু হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ২৭৫টি। মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান এবং আইন উপদেষ্টাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (আইন)
	বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, অক্টোবর'২১ মাস পর্যন্ত বিআরটিসি'র অনিষ্পন্ন মামলা ছিল ৯৫টি। নভেম্বর'২১ মাসে কোনো মামলা রুজু ও কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৯৫টি। অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে প্যানেল আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্যানেল আইজীবীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ এবং মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ উপসচিব (আইন)
	ডিটিসিএ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, বিজ্ঞ আদালতে ০৪টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। তন্মধ্যে ১টি কনটেম্পট ২টি রীট ও ১টি লিভ টু আপীল মামলা। মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। কনটেম্পট মামলার সাথে সম্পৃক্ত বিষয় প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে নিষ্পত্তি হওয়ায় মামলার রায় বাস্তবায়নপূর্বক কনটেম্পট মামলাটি নিষ্পত্তি পর্যায়ে রয়েছে।	মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। কনটেম্পট মামলার রায় বাস্তবায়ন বিষয়টি আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতকে অবহিত করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ উপসচিব (আইন)

৪. **অডিট আপত্তির বিবরণী:**

বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিস্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০২	-	০১	০১	-	০২	-	০২
সওজ অধিদপ্তর	৭৩৮৪	১১২৬	৫,৬৪৮	৬১০	৮২	৭,৪৬৬	১২	৭৪৫৪
বিআরটিসি	১২৩৮	১৭৮	৯৬৯	৯১	-	১২৩৮	-	১২৩৮
বিআরটিএ	২৮০	৪৬	২৩৪	-	-	২৮০	-	২৮০
ডিটিসিএ	১৭	০৭	১০	-	-	১৭	০৬	১১
ডিএমটিসিএল	১০	০২	০৮	-	-	১০	০৮	২
মোট	৮৯৩১	১,৩৫৯	৬,৮৭০	৭০২	৮২	৯০১৩	২৬	৮,৯৮৭

সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান যে, অক্টোবর'২১ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ৮,৯৩১টি। নভেম্বর'২১ মাসে ৮২টি অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত ও ২৬টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ৮,৯৮৭টি।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) অবহিত করেন: (ক) এ বিভাগের ২টি (১টি অগ্রিম ও ১টি খসড়া) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ১টি অগ্রিম অডিট আপত্তির ওপর ৩০/০৯/২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী চাহিত প্রমাণকসহ প্রেরণ করা হয়েছে। ১টি খসড়া অডিট আপত্তি পিএ কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পরিবহন অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	(ক) আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
(খ) দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য, গত মাসে ২টি এবং চলতি মাসে ইতোমধ্যে ১টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া, চলতি মাসে আরো ২টি ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের নিমিত্ত স্ব উদ্যোগে প্রতিটি সড়ক বিভাগ কার্যপত্র প্রস্তুত করে ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়ে এবং প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয় হতে যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে এবং ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের নিমিত্ত স্ব উদ্যোগে প্রতিটি সড়ক বিভাগ কার্যপত্র প্রস্তুত করে ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়ে এবং প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয় হতে যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)/সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) /নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
(গ) ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সৃষ্ট অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে সওজ অধিদপ্তর, পরিবহন অডিট অধিদপ্তর ও বৈদেশিক সাহয্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর এর প্রতিনিধিগণ-কে নিয়ে এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) এর সভাপতিত্বে গত ২৩/১১/২০২১ তারিখে ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইনী জটিলতা নিরসনে পরিবহন অডিট অধিদপ্তর ও ফাপাডকে ভূমি মন্ত্রণালয় ও অর্থমন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে সমাধান করার পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। পরিবহন অডিট অধিদপ্তর ও ফাপাড হতে গৃহীত কার্যক্রমের বিষয়টি অবহিত হওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।	(গ) ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সৃষ্ট অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে পরিবহন অডিট অধিদপ্তর ও ফাপাড হতে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ঘ) সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, বিভাগ, সার্কেল, জোন পর্যায় হতে অডিট আপত্তির সংখ্যা ভাল করে যাচাই-বাছাই করে সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করে প্রত্যয়নসহ ৬৭টি বিভাগের তালিকা পাওয়া গেছে। অবশিষ্ট বিভাগগুলো হতে তালিকা প্রেরণের জন্য যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	(ঘ) অবশিষ্ট অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যা প্রত্যয়নসহ তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	
	(ঙ) বিআরটিএ'র ২৮০টি অডিট আপত্তির মধ্যে নিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষমান ৭৩টি অডিট আপত্তির মধ্যে অধিকাংশ অডিট আপত্তিরই ত্রি-পক্ষীয় সভার সুপারিশ সংক্রান্ত কাগজপত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ বিষয় পরিবহন অডিট অধিদপ্তর হতে পুনরায় ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের জন্য কার্যপত্র প্রেরণের অনুরোধ জানিয়েছেন। তাই বিআরটিএ হতে খুঁজে না পাওয়া অডিট আপত্তিগুলোর কার্যপত্র প্রেরণের জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে অনুরোধ জানান। পরিবহন অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগপূর্বক খুজে না পাওয়ায় অডিট আপত্তির বিষয়ে ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের জন্য কর্যপত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ঙ) ইতোপূর্বে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট কোনো দপ্তরে খুঁজে না পাওয়ায় এ বিষয়ে পুনরায় ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের জন্য কার্যপত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	(চ) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, গত ২৮/১০/২০২১ তারিখে মোহাম্মদপুর বাস ডিপোর ১৬টি অগ্রিম অডিট আপত্তির ওপর ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ১২টি আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে। ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের লক্ষ্যে মার্চ-জুলাই'২১ এর মধ্যে ২৫টি অডিট আপত্তির কার্যপত্র এবং ০৮টি অগ্রিম অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, ৩টি সাধারণ অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব পরিবহন অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের নিমিত্ত পরিবহন অডিট অধিদপ্তরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	(চ) ত্রি-পক্ষীয় ও দ্বি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের নিমিত্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
	(ছ) সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, ডিটিসিএ'র DUTP প্রকল্পের ৮টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ফাপাডের ডিজি মহোদয়ের সাথে নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ'র আলোচনা হয়েছে। তবে আলোচনার পূর্বেই তারা পুনঃজবাবের জন্য পত্র জারি করেছে। বিষয়টি ইতোমধ্যে ডিটিসিএকে অবহিত করা হয়েছে।	(ছ) DUTP প্রকল্পের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
	(জ) সিনিয়র সহাকারী সচিব (অডিট) জানান, ডিএমটিসিএল লাইন-৬ এর ২টি সাধারণ আপত্তি ও ৮টি অগ্রিম আপত্তির মধ্যে ত্রি-পক্ষীয় সভার সুপারিশ অনুযায়ী ২টি সাধারণ আপত্তির মধ্যে ১টি নিষ্পত্তি ও ১টি'র আংশিক নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এছাড়া, ৮টি অগ্রিম অডিট আপত্তির মধ্যে ৭টি নিষ্পত্তি ও ১টি'র আংশিক নিষ্পত্তি করা হয়েছে।	(জ) ডিএমটিসিএল লাইন-৬ এর অনিষ্পন্ন ২টি আংশিক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে ফাপাডের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
	(ঝ) সিনিয়র সহাকারী সচিব (অডিট) জানান, প্রধান অর্থ ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় হতে সিভিল অডিটের ৪২টি খসড়া অডিট আপত্তির বিবরণী পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে এ বিভাগের ৩টি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৩০টি, বিআরটিএ'র ৯টি। আপত্তিগুলোর জবাব প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	(ঝ) সিএফএও এর কার্যালয় হতে প্রাপ্ত সিভিল অডিটের ৪২টি খসড়া অডিট আপত্তির জবাব দপ্তর/সংস্থা হতে সংগ্রহপূর্বক সিএএফও এর কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট)
	(ঞ) সিনিয়র সহাকারী সচিব (অডিট) জানান, গত অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত পিএ কমিটির সভার নির্দেশনা মোতাবেক সর্বশেষ ০৭/১২/২০২১ তারিখে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ হতে ২টি অনুচ্ছেদের জবাব পাওয়া গেছে। পিএ কমিটির নিকট প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন। এছাড়া, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের খসড়া অডিট আপত্তি নিয়ে অনুষ্ঠিত পিএ কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক শীতলক্ষ্যা নদীতে ফেরী স্থাপন ও ভৈরব সেতু নির্মাণ প্রকল্পে রেলওয়ের কাছ থেকে লাইসেন্সকৃত ভূমি সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক আর ব্যবহৃত না হবার প্রমাণক প্রেরণের বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় প্রমাণক রেলওয়ে (পূর্বাঞ্চল) কর্তৃক দাখিলের সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক আর ব্যবহৃত হচ্ছে না মর্মে প্রত্যয়ন দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ হতে প্রত্যয়ন আগামী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ঞ) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের খসড়া অডিট আপত্তির বিষয়ে রেলওয়ের ভূমি সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক আর ব্যবহৃত হচ্ছেনা মর্মে প্রত্যয়ন আগামী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট)
৫.	**পেনশন কেইস:**		

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা		বিগত মাস হতে আগত	বিবেচ্যমাসে আগত	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তি	অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ		১	-	১	-	১	দীর্ঘ পেন্ডিং
		২৭	১	২৮	১	২৭	সাময়িক পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	১ম - ৯ম গ্রেড	১১	১৩	২	১১		
	১০ম - ২০তম গ্রেড	-	১২	১২			
বিআরটিসি		২৬৫	১২	২৭৭	০২ (আংশিক)	২৭৭	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ		-	-	-	-	-	
ডিটিসিএ		-	-	-	-	-	
মোট		৩০৪	২৭	৩৩১	১৫	৩১৬	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সওজ অধিদপ্তর: (ক) উপসচিব (সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন) জানান, দীর্ঘ পেন্ডিং ১টি পেনশন কেইসের অডিট সংক্রান্ত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, জনাব খালেকুজ্জামান এর অডিট আপত্তির সংখ্যা ৯টি তন্মধ্যে ৩টি খসড়া অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পিএ কমিটিতে উত্থাপনের নিমিত্ত সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। অগ্রিম ৬টি অডিট আপত্তির ওপর অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভার আলোকে পুন:জবাব অডিট অধিদপ্তর হতে চাওয়া হয়েছে। সওজ অধিদপ্তর হতে পুন:জবাব না পাওয়ায় এগুলোর বিষয়ে নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছেনা। অডিট আপত্তির কারণে যে সকল পেনশন সেইস অনিষ্পন্ন রয়েছে সে গুলোর বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর হতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ এবং মাঠ পর্যায় হতে পুনঃজবাব ও প্রমাণক দাখিল করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) জনাব খালেকুজ্জামান এর ৩টি খসড়া অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পিএ কমিটিতে উত্থাপনের জন্য সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে এবং পেনশন সংক্রান্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর হতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ এবং মাঠ পর্যায় হতে পুনঃজবাব ও প্রমাণক দাখিলের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)/ সি:স: সচিব (অডিট)
	(খ) উপসচিব (সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন শাখা) জানান, সওজ অধিদপ্তরের পেন্ডিং ২৭টি পেনশন কেইসের মধ্যে নভেম্বর ২০২১ মাসে ০১টি নিষ্পত্তি এবং ০১টি নতুন যুক্ত হওয়ায় বর্তমানে সাময়িক পেন্ডিং পেনশন কেইস সংখ্যা ২৭টি। তন্মধ্যে ২৭টি পেনশন কেইসই অডিট আপত্তির কারণে অনিষ্পন্ন রয়েছে। সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, অধিকাংশ ব্যক্তিরই একাধিক অডিট আপত্তি রয়েছে। অডিট আপত্তিসমূহ পর্যালোচনায় দেখা গেছে আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি না হলে পেনশন প্রদানের সুপারিশ করা সম্ভব হবে না। এ বিষয়ে বিশেষ ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের নিমিত্ত কার্যপত্র প্রেরণের অনুরোধকরতঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যপত্র পাওয়া গেলে বিশেষ ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।	(খ) পেনশন কেইস সম্পর্কিত বিশেষ ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের নিমিত্ত কার্যপত্র প্রেরণ করতে হবে এবং সভা আয়োজনে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	
	(গ) সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, অডিট আপত্তির ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীগণের পেনশন সহজীকরণ আদেশ, ২০২০ অনুসারে ব্যক্তিগত দায় নিরুপণ করে রিপোর্ট প্রদান অব্যাহত রয়েছে এবং অডিট অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার অংশ হিসেবে পরিবহন অডিট অধিদপ্তর ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরের প্রতিনিধির সাথে ২৩/১১/২০২১ তারিখে ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	(গ) পেনশন সহজীকরণ আদেশ অনুসারে ব্যক্তিগত দায় নিরুপণ করে রিপোর্ট প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
	খ. বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রতি মাসে গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া পরিশোধ করা হচ্ছে। নভেম্বর ২০২১ মাসে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন বাবদ ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।	ধারাবাহিকতা ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রতিমাসে গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
	গ. বিআরটিএ: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, নভেম্বর'২১ মাসে পেন্ডিং কোনো পেনশন কেইস নেই। পেনশন কেইস পাওয়া গেলে তা দ্রুত নিষ্পত্তি করা হয়। সভাপতি অবহিত করে পেনশন কেইস পেন্ডিং না থাকার বিষয়টি যৌক্তিক বলে মনে হয়না। কারণ আবেদন করার সাথে সাথেই পেনশন পরিশোধ করা সম্ভব হয়না। আবেদন প্রাপ্তির পর এক থেকে দুই মাস সময় লাগে এক্ষেত্রে ঐ সময়টুকু পেন্ডিং হিসেবে গন্য হবে। তাই এ ধরণের পেন্ডিং পেনশন কেইসের তালিকা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	পর্যালোচনাপূর্বক পেন্ডিং পেনশন কেইসের তালিকা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
৬.	**আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:** **ক. সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত:** অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) জানান, সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২১ এর খসড়া লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের পর্যবেক্ষন অনুযায়ী সংশোধন/সংযোজন/পরিমার্জন করা হয়েছে। খুব শিঘ্রই লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হবে	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী সংশোধন/সংযোজন/ পরিমার্জন খসড়া সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২১ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (সম্পত্তি/আইন)/ সহকারী সচিব (বিআরটিএ)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	খ. সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন - ২০১৩ এর আওতায় বিধিমালা ২০২১ প্রণয়ন: উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ) জানান, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন-২০১৩ এর আওতায় প্রণীতব্য খসড়া বিধিমালা-২০২১ এর ওপর মতামত চেয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা বরাবর গত ০৭/১২/২০২১ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে। এছাড়া, জনসাধারণের মতামত গ্রহণের নিমিত্ত একই তারিখে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পর প্রাপ্ত মতামতের আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পর প্রাপ্ত মতামতের আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (স.র.ত.ব)/ উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ)
	গ. বিআরটি বিধিমালা ২০২১ প্রণয়ন: নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, বিআরটি বিধিমালা ২০২১ এর খসড়া প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। খসড়া চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে শীঘ্রই কমিটির সভা আহবান করা হবে।	বিআরটি বিধিমালা ২০২১ এর খসড়া প্রণয়নের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিআরটি
৭.	**বৃক্ষরোপণ :** (ক) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান, ল্যান্ডস্কেপিং নীতিমালা অনুযায়ী মহাসড়কে বৃক্ষরোপণের জন্য প্রতিটি সড়ক বিভাগ হতে মহাসড়কের রাইট অফ ওয়ে নির্ধারণ ও স্থায়ী পিলারের মাধ্যমে সীমানা নির্ধারণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজ সংশ্লিষ্ট সড়ক জোনে পত্র প্রদান করেছেন। এছাড়া, বৃক্ষপালন উইংয়ের আওতায় নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে প্রতি অর্থবছরে নির্দিষ্ট পরিমান চারাগাছ রোপন করা হয়। ল্যান্ডস্কেপিং অনুযায়ী উক্ত চারা গাছ ১২টি সড়ক বিভাগের মাধ্যমে রোপনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি এ বিষয়ে অবহিত করেন ল্যান্ডস্কেপিংসহ যথাযথভাবে বৃক্ষরোপনের জন্য সওজ এর বৃক্ষপালন উইং এর সাথে সংশ্লিষ্ট উইং ও সড়ক বিভাগের সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা ও বাস্তাবয়ন করা প্রয়োজন। এছাড়া, উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপিতে ল্যান্ডস্কেপিংসহ বৃক্ষরোপনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, টেকনিক্যাল সার্ভিসের উইং জানান নতুন উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপিতে বৃক্ষরোপনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকলেও তা ল্যান্ডস্কেপিং নীতিমালার আলোকে বিস্তারিত থাকেনা। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) জানান, উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপিতে বৃক্ষরোপনের বিষয় ল্যান্ডস্কেপিং নীতিমালা অনুসরণ করা হয়না। বিষয়টি ডিপিপিতে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত এবং তা বাস্তাবায়নে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং, সওজ এর পরিকল্পনা উইং ও বৃক্ষপালন উইংসহ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। পরিকল্পনা উইং এর অধীনে এ ধরণের একটি সভা আয়োজনের জন্য সভাপতি অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা)-কে পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া, ল্যান্ডস্কেপিং নীতিমালা অনুসরণে বৃক্ষপোরণের জন্য মহাসড়কের রাইট অফ ওয়ে নির্ধারণ ও সীমানা পিলার স্থাপনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ অব্যাহত রাখার জন্য সভায় পুনরায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (খ) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা ও পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। রোপিত গাছের পরিচর্যা ও পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) (১) ল্যান্ডস্কেপিংসহ বৃক্ষরোপনের জন্য সওজ এর বৃক্ষপালন উইং এর সাথে সংশ্লিষ্ট উইং ও সড়ক বিভাগের সমন্বয় সাধন করতে হবে। (ক) (২) ল্যান্ডস্কেপিং নীতিমালা অনুযায়ী বৃক্ষরোপনের বিষয়টি উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপিতে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য এ বিভাগের পরিকল্পনা উইং, সওজ এর পরিকল্পনা উইং ও বৃক্ষপালন উইংসহ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভা আয়োজন করতে হবে। (ক) (৩) প্রতিটা সড়ক বিভাগ হতে মহাসড়কের রাইট অফ ওয়ে নির্ধারণ ও সীমানা পিলার স্থাপনের কার্যকর উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা ও পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং রিপোর্ট প্রদানে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)/ প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা)
৮.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** (ক) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত/রিকুইজিশনকৃত ও হস্তান্তরিত সকল ভূমি/সম্পত্তি সওজ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্ত ও নামজারিকরণ সংক্রান্ত নভেম্বর ২০২১ মাসের তথ্য সওজ অধিদপ্তর হতে পাওয়া গিয়েছে। সওজ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্ত ও নামজারিকরণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে বলে সওজ অধিদপ্তর হতে জানানো হয়েছে। (খ) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন জানান, বিগত সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে সওজ এর নামে হস্তান্তরিত ও অধিগ্রহণকৃত ভূমির নামজারি ও গেজেট বিষয়ে কার্যক্রম জানার জন্য বিভিন্ন সড়ক বিভাগ পরিদর্শন করা হয়। বিভিন্ন সড়ক বিভাগ হতে জানা যায়, হস্তান্তরিত ভূমির নামজারির বিষয়ে জেলা পরিষদ হতে অনাপত্তি পত্র দিচ্ছে না। তাদের মন্ত্রণালয় থেকে এ ধরণের কোনো নির্দেশনা নেই মর্মে জানিয়েছেন। এ বিষয়ে সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, এ বিভাদের অনুরোধে ভূমির মালিকানা ও নাম জারির জটিলতা নিরসনে ইতোপূর্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে এ বিভাগ ও স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ে মধ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিকল্পনা কমিশন ভূমির মালিকানা ও ভূমিতে অবস্থিত সম্পত্তি ও নামজারির জটিলতা নিরসনপূর্বক এ বিভাগ ও স্থানীয় সরকার বিভাগকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে। নির্দেশনার কপি স্থানীয় সরকার বিভাগসহ সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে যুগ্মসচিব	(ক) জেলা পরিষদ, স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে হস্তান্তরকৃত এবং সওজ এর অধিগ্রহণকৃত ভূমির রেকর্ড বা নামজারির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) (১) অধিগ্রহণকৃত ভূমির রেকর্ড বা নামজারির জটিলতা নিরসনে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের আদলে স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভা আয়োজনের উদ্যোগ নিতে হবে। (খ) (২) সড়ক বিভাগ ও জোন হতে নামজারি জটিলতা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহপূর্বক	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট), উপসচিব (সম্পত্তি)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(সম্পত্তি) জানান আন্তঃমন্ত্রণালয়ের আদলে স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভা করে বিষয়টি সমাধানের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। সড়ক বিভাগ ও জোন হতে নামজারি জটিলতা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহপূর্বক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া, সড়ক বিভাগের পক্ষ হতে নামজারি ও গেজেট জারির বিষয়টি জেলা সমন্বয় কমিটিতে উপস্থাপন করার জন্যও সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (গ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান সওজ'র সম্পত্তি রক্ষার্থে বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ এবং সতর্কতামূলক প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত আছে। সড়ক বিভাগের উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্যে অবৈধ স্থাপনার তালিকা চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে।	প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং নামজারি ও গেজেট জারির বিষয়টি জেলা সমন্বয় কমিটিতে উপস্থাপন করতে হবে। (গ) সওজ'র সম্পত্তি রক্ষার্থে বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ এবং সতর্কতামূলক প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।	
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (প্রধান কার্যালয়) জানান, বিবেচ্যমাসে কোনো উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়নি। সড়ক বিভাগের পক্ষ হতে প্রস্তাব পাওয়া গেলে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।	উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়
	ঢাকা জোন: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন জানান, গত ২৩/১১/২০২১ ও ২৪/১১/২০২১ তারিখে মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগের আওতায় উচেছদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এতে ৩৪টি অবৈধ স্থাপনা ও ৯টি অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ করা হয়। উদ্ধারকৃত জমির পরিমান ৩৮৫ শতাংশ। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৮.৭৬ কোটি টাকা।	অধিভুক্ত এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চলমান রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ / অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন
	খুলনা জোন: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা কর্তৃক মাদারীপুর সড়ক বিভাগের আওতায় গত ০১/১১/২০২১, ০২/১১/২০২১ ও ৩/১১/২০২১ তারিখে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এতে ৭০টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। উদ্ধারকৃত জমির পরিমান ৫০০ শতাংশ। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ১৮ কোটি টাকা।	উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা
	চট্টগ্রাম জোন: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম কর্তৃক গত ০২/১১/২০২১ তারিখে ঢাকা (যাত্রাবাড়ী)-কুমিল্লা(ময়নামতি)-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-টেকনাফ জাতীয় মহাসড়কের ৩২৫ তম কিলোমিটারে একতা বাজার নামক স্থানে ও ২৫/১১/২০২১ তারিখে একই মহাড়কের বানুরবাজার নামক স্থানে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এতে ১৩৮টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, ৬টি বিল বোর্ড অপসারণ করা হয়। উদ্ধারকৃত জমির পরিমান ৩০৪ শতাংশ। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৮.৯৪ কোটি টাকা।	অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম
	অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, নভেম্বর ২০২১ মাসের তথ্য অনুযায়ী ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও গোপলগঞ্জ জোনের অধীন বিভিন্ন সড়ক বিভাগ হতে ৪৭৭টি অবৈধ বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণ করা হয়।	ঢাকার প্রবেশ এবং বাহির পথসহ সারাদেশে সওজ এর জায়গায় স্থাপিত অবৈধ বিলবোর্ড/ব্যানার/ ফেস্টুন অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	মোবাইল কোর্ট পরিচালনা: **বিআরটিএ** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। গত ০৮/১০/২০২১ তারিখে ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির কারণে সরকার কর্তৃক গণপরিবহনের ভাড়া সমন্বয় করে বৃদ্ধি করা হয়। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়ার অতিরিক্ত ভাড়া আদায় রোধে বিআরটিএ'র সকল বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা জোরদার করা হয়েছে। ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে ও জাতীয় মহাসড়ক এবং ২২টি জাতীয় মহাসড়কে ছোট ছোট মোটরযান চলাচল বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। সভায় ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েসহ সকল মহাসড়কে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	বিআরটিএ কর্তৃক ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে ও জাতীয় মহাসড়কে ছোট ছোট মোটরযান চলাচল বন্ধসহ অন্যান্য বিষয়ে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	সওজ অধিদপ্তর যুগ্মসচিব (সম্পত্তি) জানান, সকল এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের একই ধরণের ক্ষমতা প্রদানের বিষয়ে এস্টেট কর্মকর্তাদের নিকট হতে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব চাওয়া হয়েছে। প্রস্তাব পাওয়ার পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। সওজ অধিদপ্তর হতে দ্রুত প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়।	প্রস্তাব পাওয়ার পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৯.	**সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং ফেরি ও গাড়ী ব্যবস্থাপনা:** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জানান- (ক) ইতোমধ্যে সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন ৬৫টি সড়ক বিভাগের অতি পুরাতন, সম্পূর্ণ ব্যবহার অনুপযোগী ও দীর্ঘদিন যাবৎ পরিত্যক্ত অকেজো যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি, ফেরি, পন্টুন, গ্যাংওয়ে, বেইলী ব্রীজ ইত্যাদি স্ক্র্যাপ মালামাল সার্ভে রিপোর্টের মাধ্যমে নিলাম বিক্রয়ের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করত: মালামালগুলি ডেলিভারীর মাধ্যমে নিলামে বিক্রয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। তাছাড়া, নতুন করে বিভিন্ন সড়ক ও যান্ত্রিক বিভাগের অকেজো পরিদর্শন যান, যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি, ফেরি, পন্টুন, গ্যাংওয়ে এবং বেইলী ব্রীজ ইত্যাদির বিভিন্ন স্ক্র্যাপ মালামাল সার্ভে রিপোর্টের মাধ্যমে নিলাম বিক্রয়ের কাজ যথানিয়মে চলমান রয়েছে। অকেজো গাড়ী নিলাম বিষয়ে যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান অনেক সময় গাড়ী অকেজো হওয়ার পর দীর্ঘদিন ফেলে রাখা হয়। পরবর্তীতে এগুলো কম দামে নিলাম করতে হয়। যথাসময়ে অকেজো গাড়ী নিলামে বিক্রয়ে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (খ) সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় অবস্থিত উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর কার্যালয় এলাকায় রাখা বেইলী ব্রিজ ও পুরাতন যন্ত্রাংশ (আনুমানিক ৩৭ টন) নিলামে বিক্রয়ের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ায় ক্রম ক ও খ আগামী সমন্বয় সভার কার্যপত্র হতে বাদ দেয়ার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) অকেজো গাড়ী ও যন্ত্রপাতি নিলামে বিক্রয়ের কাজ চলমান রাখতে হবে এবং নিলামযোগ্য অকোজো গাড়ী যথাসময়ে নিলাম করতে হবে। (খ) ক্রম ক ও খ আগামী সমন্বয় সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ)
১০.	**সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :** **Grievance Redress System (GRS) :** ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জানান, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত আছে। নভেম্বর'২১ মাসে প্রাপ্ত ২২টি অভিযোগে পাওয়া গিয়েছে। ২২টি অভিযোগ/মতামতের মধ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ০৭টি, বিআরটিএ'র ০৯টি এবং ০৬টি বিবিধ বিষয় সংশ্লিষ্ট। ২২টি অভিযোগই নিষ্পত্তি করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জিআরএস সিস্টেমে কিছু অভিযোগ পাওয়া গেছে এগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে দপ্তর/সংস্থার প্রধানদের সভায় অনুরোধ করা হয়। সভাপতি জানান অভিযোগের জবাব যথাযথভাবে দেয়া হয় কিনা বিষয়টি জানতে চাইলে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জানান, জবাব যথাযথ না হলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ফেরত প্রদান করার সস্টেম নেই, সিস্টেম চালু করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, ৭ দিনের মধ্যে সফটওয়্যারে জবাব ফেরত প্রদান করার সিস্টেম চালু করা হবে।	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং ৭ দিনের মধ্যে সফটওয়্যারে জবাব ফেরত প্রদান করার সিস্টেম চালু করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	Public Service Innovation: (ক) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি বাসের অবস্থা ও সেবা অবহিতকরণ এ্যাপসটি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল বাস ডিপোর ইউনিট প্রধান বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ এবং জোয়ারসাহারা বাস ডিপোর ২টি রুটে "এ্যাপস কতদূর" সফট্ওয়্যার চালু করা হয়েছে।	(ক) "এ্যাপস কতদূর" সফট্ওয়্যারটি পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	(খ) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিআরটিএ কর্তৃক যে কোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করার বিষয়ে সিস্টেম ডেভেলপমেন্টের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট হতে কিছুটা সময় লাগছে।	(খ) যে কোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করার সিস্টেম ডেভেলপমেন্টের কাজ শেষ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	(গ) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র সেবা অনলাইনকরণ উদ্ভাবনী উদ্যোগটি ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত হয়। বর্তমানে এ সংক্রান্ত প্রচার-প্রচারনা বৃদ্ধির জন্য টিভিতে প্রচারের জন্য একটি বিজ্ঞাপন চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে বিজ্ঞাপন চিত্র প্রচারের জন্য প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হচ্ছে। "জনপ্রশাসন ম্যাগাজিনে সেপ্টেম্বর ২০২১ সংখ্যায় এ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। অনলাইনে ট্রাফিক সার্কুলেশন সার্টিফিকেট এর আবেদনপত্র গ্রহণ শুরু হবার পর থেকে ১টি প্রকল্প অনুমোদিত ও ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। আরোও৩টি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ কার্যক্রমের প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে।	(গ) ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করার বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচার অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	(ঘ) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, বিগত সময়ে দপ্তর/সংস্থায় নির্বাচিত ইনোভেশন আইডিয়া বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যালোচনা ও ফলোআপ করার জন্য বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহপূর্বক গঠিত কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। ইনোভেশন আইডিয়া বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যালোচনার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	(ঘ) ইনোভেশন আইডিয়া বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যালোচনার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১১.	**ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম:** সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে ই-নথির সমস্যা সমাধানের বিষয়ে এটুআই এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে এপিএ এর জন্য ই-নথির প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হচ্ছে। এছাড়া এটুআই এর প্রতিনিধি জানান যে, ৩২টি বিভাগ/সংস্থায় ডি-নথির পাইলটিং কার্যক্রম চলমান আছে। পাইলটিং কার্যক্রম সম্পন্ন হলেই সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে ডি-নথির সিস্টেম বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। এ বিষয়ে সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) বলেন, এপিএতে ই-নথির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়টি অক্ষুন্ন রাখা হয়েছে। ই-নথিতে নথি উপস্থাপন ও নিষ্পত্তিতে সকল কর্মকর্তাদের তৎপর হওয়ার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	এপিএ'র বিষয়টি লক্ষ্য রেখে ই-নথি ব্যবস্থা উন্নত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে এবং ই-নথিতে নথি উপস্থাপন ও নিষ্পত্তিতে সকল কর্মকর্তাদের তৎপর হতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/ দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
১২.	**বিবিধ:** **ক. ডিও পত্রের ওপর কার্যক্রম গ্রহণ:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কিত মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও সংসদ সদস্যবৃন্দসহ অন্যান্যদের নিকট হতে প্রাপ্ত ডি.ও পত্রের আলোকে কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	ডি.ও পত্রের ওপর মন্ত্রণালয় হতে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/ পরিকল্পনা)
	খ. ডিটিসিএ অধিক্ষেত্রে এলাকায় বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান: অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) জানান, ডিটিসিএ অধিক্ষেত্রে বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান বিষয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে সভা আহবানের প্রস্তুতি চলছে। এজেন্ডাটি আগামী সমন্বয় সভার কার্যপত্র হতে দেয়ার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়	ডিটিসিএ অধিক্ষেত্রে বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান বিষয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে সভা আয়োজন করতে হবে। (খ) এজেন্ডাটি আগামী সমন্বয় সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ)
	গ. মহাসড়কে টোল আদায় পদ্ধতি চালুকরণ: উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান- (১) ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে টোল আদায় চালুর লক্ষ্যে গত ০৫ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ Korea Expressway Corporation (KEC) বরাবর Repuest for Porposal (RFP) ইস্যু করা হয়েছে। (২) সাসেক-১ ও সাসেক-২ এর আওতায় টোল প্লাজা নির্মাণের লক্ষ্যে জিওমেট্রিক এলাইনমেন্ট নির্ধারণ করা হয়েছে। সাসেক-২ এর আওতায় রংপুর জেলায় টোল প্লাজার স্থান নির্বাচন বিষয়ে ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভা করে ইসলামপুর নামক স্থানে টোল প্লাজা স্থাপনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। (৩) নির্মিতব্য বিশ্রামাগারের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা নির্দেশিকা নীতিমালা খসড়ার ওপর অংশীজন সভা ইতোমধ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সুপারিশসমূহ শীঘ্রই মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হবে মর্মে সওজ অধিদপ্তর হতে জানানো হয়েছে।	(১) ঢাকা - মাওয়া - ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে-তে টোল আদায় চালুর লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে। (২) সাসেক-১ ও সাসেক-২ এর আওতায় টোল প্লাজা নির্মাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (৩) নির্মিতব্য বিশ্রামাগারের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে অংশীজন সভার সুপারিশ দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	ঘ. অধীনস্থ সংস্থাসমূহের আইটি অডিট উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগাধীন শাহ আমানত সেতু এবং খুলনা সড়ক বিভাগাধীন রূপসা সেতুতে আইটি অডিট সম্পাদন সংক্রান্ত প্রাক প্রক্রিয়া কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অবিলম্বে চুক্তি স্বাক্ষরপূর্বক বর্ণিত সেতুদ্বয়ে টোল প্লাজায় আইটি অডিট কার্যক্রম শুরু করা হবে।	কার্যক্রম সম্পাদনপূর্বক শাহ আমানত সেতু এবং রূপসা সেতুতে টোল প্লাজায় আইটি অডিট কার্যক্রম শুরু করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	ঙ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন সংক্রান্ত: দপ্তর/সংস্থা প্রধানগন জানান, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে 'স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী' ও 'রচনা প্রতিযোগিতা' আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। এ বিষয়ে যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান, জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে সর্বশেষ রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে ১৪টি কর্মসূচি সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। ১৭ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে সকল কর্মসূচি সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। তিনি এ বিষয়ে এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান। এজেন্ডাটি আগমী সমন্বয় সভার কার্যপত্র হতে বাদ দেয়ার জন্য সভায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	এজেন্ডাটি আগামী সমন্বয় সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	চ. ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনকল্পে করণীয়: প্রধান প্রকৌশলী জানান, ভূমি অধিগ্রহণ প্রাক্কলন প্রস্তুতের অস্বাভাবিক বিষয়গুলো ভাল করে পর্যালোচনা করে দেখার জন্য জেলা প্রশাসক, ঢাকা ও জেলা প্রশাসক ময়মনসিংহকে অনুরোধ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসক, ঢাকা হতে প্রত্যয়ন করে সঠিক আছে মর্মে জানানো হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জানান, প্রাক্কলন প্রস্তুতের ক্ষেত্রে গড়মিল পরিলক্ষিত হলে সুনির্দিষ্ট করে সে বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।	ভূমি অধিগ্রহণ প্রাক্কলন প্রস্তুতের অস্বাভাবিক বিষয়গুলো ভাল করে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ গঠিত মনিটরিং জোন প্রধান (সকল)/ প্রকল্প পরিচালক (সকল)/ উপসচিব (জিএফডিপি)
	ছ. এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত: শূন্যপদ পূরণে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান, এ বিভাগের ২৩৯টি পদের মধ্যে ৭৫টি (১ম শ্রেণির ২৭টি, ২য় শ্রেণির ১১টি, ৩য় শ্রেণির ২১টি ও ৪র্থ শ্রেণির ১৬টি) শূন্যপদ রয়েছে। ২য় শ্রেণির ১১টি পদের মধ্যে ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ০৪টি পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য বিপিএসসিতে প্রস্তাব প্রেরণ এবং পরবর্তীতে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও বিপিএসসি হতে অদ্যাবধি সুপারিশ পাওয়া যায়নি। ৩য় শ্রেণির ১৪টি পদের এবং ৪র্থ শ্রেণির ১৪টি পদে সরাসরি নিয়োগের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে চূড়ান্ত নির্বাচিতদের অনুকূলে নিয়োগপত্র ইস্যু করা হয়েছে। যগ্মসচিব (প্রশাসন) নিয়োগ প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। **ডিটিসিএ:** অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক (পলিসি অ্যান্ড প্ল্যানিং) ও পরিচালক (প্রশাসন) পদে প্রেষণে কর্মকর্তা পদায়নের জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগকে অনুরোধ করা হয়। পরিচালক (প্রশাসন) পদে কর্মকর্তা পদায়নের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ হতে পৃষ্ঠাঙ্কন করা হয়। শূন্য পদের মধ্যে প্রেষণযোগ্য ৪র্থ ও ৫ম গ্রেডভুক্ত (৩+৬) ৯টি পদে গত ০২/০২/২০২১ তারিখে এবং বিভিন্ন গ্রেডভুক্ত আরো ৯টি পদে প্রেষণে কর্মকর্তা পদায়নের জন্য গত ৩০/০৮/২০১৮ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগকে অনুরোধ করা হয়। তন্মধ্যে ২ জন কর্মকর্তাকে পদায়ন করা হয়েছে। ৫ম হতে ৯ম গ্রেডভুক্ত ১৮টি বিভিন্ন পদে মোট ১৮ জন কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আবেদনের সময়সীমা শেষ হওয়া পরবর্তী কার্যক্রম চলমান আছে। ০৭-১৭ গ্রেডভুক্ত ৩১টি বিভিন্ন পদে ৪২ জন জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে ৩২ জন জনবল নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ১০ গ্রেডভুক্ত ৩টি পদের প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার কার্যক্রম চলমান আছে। আউটসোর্সিং পদ্ধতির মাধ্যমে সৃজিত ২০টি অফিস সহায়ক পদের মধ্যে মামলায় অন্তর্ভুক্ত ৭টি অফিস সহায়ক পদ ব্যতীত অবশিষ্ট ১৩টি অফিস সহায়ক পদ নতুনভাবে সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রাণলয়ের সম্মতি পাওয়া যায়। উক্ত পদগুলোর মধ্যে অর্থবিভাগের শর্তানুসারে অফিস সহায়ক ৮টি পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজনের লক্ষ্যে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সদয় বিবেচনা ও সুপারিশ গ্রহণের লক্ষ্যে সার-সংক্ষেপ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, অর্থ বিভাগের সম্মাতি হতে বাদ পড়া ৫টি পদ রাজস্বখাতে সৃজনের পুন:প্রস্তাব সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। **বিআরটিসি:** ৫৮৯৩টি পদের মধ্যে ২৪৩৬টি শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে-পার্চেজ অফিসার ৪টি, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ১টি, সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ১টি, ফোরম্যান-০১টি, উপসহকারী প্রকৌশলী-০২টি পদে জনবল নিয়োগের বিষয়টি কর্পোরেশনের আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় পর্যায়ক্রমে বিবেচনা করা হবে। অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার অপারেটর-১৭টি পদে নিয়োগের লক্ষ্যে ১৩/০১/২০২১ তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ৩৯৬৮টি আবেদন জমা হয়েছে। আগামী জানুয়ারি'২০২২ মাসে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত কার্যক্রম চলমান আছে। **বিআরটিএ:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান ৮২৩টি পদের মধ্যে ১২৭টি পদ শূন্য রয়েছে। বিআরটিএ'র বিভিন্ন ক্যাটাগরীর মোট ১০টি শূন্য পদের মধ্যে ৩য় শ্রেণির ৯টি ও ৪র্থ শ্রেণির ১টি পদে নিয়োগের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। চূড়ান্ত নির্বাচিত প্রার্থীদের অনুকূলে নিয়োগপত্র ইস্যু করা হয়েছে। **সওজ অধিদপ্তর:** সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৯৪৩১টি পদের মধ্যে ৪৫৫২টি শূন্য পদ রয়েছে। ১ম শ্রেণির ১৭৩টি পদের মধ্যে সরাসরি নিয়োগযোগ্য সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল/যান্ত্রিক) এর শূন্য পদ বিসিএস এর মাধ্যমে পূরণের লক্ষ্যে প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল/যান্ত্রিক) হতে পদোন্নতি কোটায় প্রাপ্ত সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল/যান্ত্রিক) এর শূন্য পদ পূরণের প্রস্তাব মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণের কার্যক্রম চলমান। পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য শূন্য পদসমূহ পূরণের প্রস্তাব সহসাই প্রেরণ করা হবে। ২য় শ্রেণির ২২৯টি পদের মধ্যে উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) এর পদ পূরণের চাহিদাপত্র পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) এর নিয়োযোগ্য শূন্য পদ পূরণের চাহিদাপত্র পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। বিভাগীয় পদোন্নতির মাধ্যমে ৫৫টি পদ পূরণযোগ্য (মামলা চলমান)। বিভাগীয় হিসাবরক্ষণ অফিসারের ১৫টি পদ মহাহিসাবরক্ষকের দপ্তর থেকে প্রেষণের মাধ্যমে পূরণ করা হয়ে থাকে। সিকিউরিটি অফিসারের ১টি ও সহকারী লাইব্রেরীয়ান এর ১টি পদ সরাসরি পূরণের নিমিত্ত নিয়োগের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট শূন্য পদে নিয়োগের প্রস্তাব শীঘ্রই প্রেরণ করা হবে।	(১) শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (২) Timeline ভিত্তিক শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) /নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	৩য় শ্রেণির ২৭০০টি পদের মধ্যে সিনিয়র একাউন্টস ক্লার্ক এর ৬৫টি পদ প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার দপ্তর থেকে প্রেষণের মাধ্যমে পূরণ করা হয়ে থাকে। আরবরিকালচার সেকশনাল অফিসার ১টি, কার্যসহকারী ১৭৪টি, সার্ভেয়ার ২৭টি ও ইলেকট্রিশিয়ান এর ৩২টি পদ পূরণের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে প্রার্থীদের নিকট হতে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। ১২/১১/২০২১ তারিখে সার্ভেয়ার ও ইলেকট্রিশিয়ান পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গবেষণা সহকারী এর ১টি পদ পূরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরাসরি নিয়োগযোগ্য অন্যান্য শূন্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত ছাড়পত্র চেয়ে মন্ত্রণালয় বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে এবং পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত যথাশীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া, ৩য় শ্রেণীর বিভিন্ন পদসমূহে ওয়ার্কচার্জড্ ও মাস্টাররোল কর্মচারী কর্মরত আছে। ৪র্থ শ্রেণির ১৪১৯টি পদের মধ্যে অফিস সহায়ক (এমএলএসএস) এর ৬৬টি ও সড়ক শ্রমিক এর ১০৬টি পদ সরাসরি পূরণের নিমিত্ত নিয়োগ কার্যক্রম চলমান আছে। গত ২৬/১১/২০২১ তারিখে সড়ক শ্রমিক পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সরাসরি নিয়োগযোগ্য অন্যান্য শূন্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত ছাড়পত্র চেয়ে মন্ত্রণালয় বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে এবং পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত যথাশীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ৪র্থ শ্রেণীর বিভিন্ন পদসমূহে ওয়ার্কচার্জড ও মাস্টাররোল কর্মচারী কর্মরত আছে		
	জ. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পর্যবেক্ষণ/নির্দেশনা এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী ৯টি গুরুত্বপূরণ নির্দেশনা প্রদান করেন। এর মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ১টি, সওজ অধিদপ্তরের ৪টি, বিআরটিএ'র ২টি, ডিটিসিএ'র ১টি নির্দেশনা রয়েছে। ইতোমধ্যে সওজ এর ২টি নির্দেশনা বাস্তবায়িত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** **নির্দেশনা ১:** ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা বা ব্যাটারি চালিত ছোট ছোট যানসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরিভিত্তিতে বিআরটিএ এবং পরিবহন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে পর্যালোচনাক্রমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং এক মাসের মধ্যে নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** সহকারী সচিব, বিআরটিএ জানান, থ্রি-হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা-২০২১' এর খসড়ার ওপর মতামত প্রদানের জন্য এর কপি গত ০৭/১১/২০২১ তারিখ সংশ্লিষ্টদের বরাবর প্রেরণপূর্বক ১ মাসের মধ্যে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।	নির্ধারিত সময় পর প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	নির্দেশনা ২: কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ সড়কে লাইটিং এর ব্যবস্থা সংযোজনের নিমিত্ত প্রকল্প কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে পর্যটন বান্ধব করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** উপসচিব (প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখা) জানান, সেনাবাহিনী কর্তৃক পুনর্গঠিত ডিপিপি ৩১/১২/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে গত ২০/০৬/২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি গ্রহণের লক্ষ্যে প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের বিষয়ে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	নির্দেশনা ৩: দীর্ঘসূত্রিতা কাটিয়ে অবিলম্বে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** ক. চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়নের জন্য বর্তমানে ক্রসবর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্পের আওতায় ৬টি সেতু নির্মাণ কাজ চলমান। এছাড়া এ মহাসড়ক পিপিপি পদ্ধতিতে উন্নয়নের জন্য পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিআরটিসি, বুয়েটকে ট্রানজেকশন এডভাইজার নিয়োগ করা হয়েছে। ট্রানজেকশন এডভাইজারদের সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান এবং শীঘ্রই সমাপ্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। তবে মাতারবাড়ী পোর্ট নির্মাণ, মাতারবাড়ী পোর্ট সংযোগসড়ক নির্মাণ, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ এবং দোহাজারী হতে কক্সবাজার রেল লাইন নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়াদি বিবেচনায় সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন বিদ্যমান আঞ্চলিক মহাসড়ক (R-170) পটিয়া-আনোয়ারা-বাঁশখালী-টইটং (ঈদমণি) মহাসড়ক অংশের মিসিং লিংক ঈদমণি-চৌফলদন্ডী-কক্সবাজার (খুরুস্কুল) অংশের ৩৬ কিলোমিটার উন্নয়ন সমন্বিতভাবে বিবেচনা করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন ইতোমধ্যে দাখিল করেছে। অন্যদিকে জাইকা চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়কের ৫টি স্থানের প্রতিবন্ধকতা অপসারণের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব করেছে। এ পরিস্থিতিতে পিপিপি কর্তৃপক্ষ ও জাইকার সাথে বিস্তারিত আলোচনা করে একটি সামগ্রিক বিবেচনায় উপযুক্ত নেটওয়ার্ক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।	ক. চট্টগ্রাম - কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ এবং সমীক্ষার কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	খ. ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের কাজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৪ অক্টোবর ২০২১ তারিখে শুভ উদ্বোধন করেন এবং বর্তমানে উন্নয়ন কাজ চলমান।	খ. ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের চলমান উন্নয়ন কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে।	
	নির্দেশনা ৪: দাউদকান্দি টোল প্লাজায় স্থাপিত অ্যাপস্ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এছাড়াও যে সকল ব্রিজে এ্যাপস্ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান- (ক) এ্যাপস ভিত্তিক ETC এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রধান প্রকৌশলী, সওজকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। (খ) যে সকল সেতু ও সড়কে ETC চালু করা সম্ভব সেগুলোতে এ ব্যবস্থা চালুর কার্যক্রম চলমান আছে। এ অর্থবছরে চরসিন্দুর সেতুতে এবং সদ্য উদ্বোধনকৃত পায়রা সেতুতে ১টি লেনে ETC চালু করা হয়েছে।	(ক) অ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) যে সকল সেতু ও সড়কে ETC চালু করা সম্ভব সেগুলোতে ETC চালুর উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	বিআরটিএ: **নির্দেশনা ৫:** রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ব্যবহৃত মোটরযানে ৯৯৯ ফোন নম্বর ব্যবহারের বিষয়টি শর্তযুক্ত করে ০১/০৭/২০১৯ হতে বিআরটিএ কর্তৃক রাইড শেয়ারিং কোম্পানিসমূহকে লাইসেন্স প্রদান করতে হবে এবং রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ভ্রমণের দূরত্ব অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারণ করে দিতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, (ক) বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালের (বিএসপি) মাধ্যমে অনলাইন পদ্ধতিতে রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট ইস্যুর নিমিত্তে আবেদন গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ ও Online এর মাধ্যমে সরবরাহ কার্যক্রম গত ১ জুলাই ২০১৯ তারিখ থেকে শুরু করা হয়। ২৯ নভেম্বর ২০২১ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৫ টি প্রতিষ্ঠানকে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরটিএ থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ১৫ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৪টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিআরটিএ হতে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিষ্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়েছে। নীতিমালা অনুসরণ করে রাইডশেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা এবং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে। উল্লেখ্য গত ২৯ নভেম্বর ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ১৫টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ২৬,৪২৩টি রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। (খ) রাইডশেয়ারিং প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট নবায়নের জন্য তগিদ প্রদান অব্যাহত রয়েছে এবং অতিরিক্ত ভাড়া আদায়কারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। (গ) ৯৯৯ নম্বর ব্যবহারের জটিলতা নিরসনে বাংলাদেশ পুলিশ ও রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	(ক) নীতিমালা অনুসরণ করে রাইড শেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা এবং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) নবায়ন নিশ্চিত করার জন্য পুনঃতাগিদ দিতে হবে এবং অতিরিক্ত ভাড়া আদায়কারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) ৯৯৯ নম্বর ব্যবহারের বিষয়ে রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও পুলিশ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	নির্দেশনা ৬: পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে প্রণীত সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ কার্যকর করার নিমিত্ত এ আইনের অধীন বিধি প্রণয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে ক্রম ৬(ক)-তে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাই পুনরায় আলোচনার প্রয়োজন নেই।	ক্রম ৬ (ক)-তে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/এস্টেট) /চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (আইন)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ডিটিসিএ **নির্দেশনা ৭:** ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটির কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার নিমিত্ত কমিটিতে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে ডিটিসিএ'র পরিচালনা পর্ষদে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** ডিটিসিএ'র প্রতিনিধি জানান, সহকারী সচিব (ডিটিসিএ) জানান, সহকারী সচিব (ডিটিসিএ) জানান, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২১ এর ওপর আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আহবানের প্রস্তুতি চলছে।	ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২১ এর ওপর আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আহবান করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)

০৩। সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

২৭/১২/২১

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব